

প্রকৃত পক্ষে " সৎ " কাকে বলে ?

প্রকৃত পক্ষে " সৎ " কাকে বলে ?

উত্তর:-

যে যুগ ই (সত্যযুগ / ত্রতোযুগঃ / দ্বাপরযুগ / কলযুগ) হোক না কেন , আর যে সময় ই হোক না কেন (সুসময় / দুঃসময় / বাল্যকাল / যৌবনকাল / বৃদ্ধকাল), আর যে পরিস্থিতিই (অনুকূল / প্রতিকূল / ধনীঅবস্থা / দরিদ্রাঅবস্থা / উচ্চশিক্ষিত / অশিক্ষিত) হোক না কেন , আর যে বর্ণেরই (ব্রাহ্মণ / ক্షত্রিয় / বৈশ্য / শূদ্র / শূদ্রধম) হোক না কেন , আর যে শরীরই (নারী / পুরুষ / ক্লীব / উল্লঙ্ঘিত / বকিলাঙ্ঘিত) হোক না কেন -- যিনি সর্বদা শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ-সাধন-সমাধি প্রতাপালন করে থাকেন তিনি জীবনে ব্রহ্মতত্ত্ব এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একমাত্র "সৎ" অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই অবস্থাকেই একমাত্র কৃত পক্ষে " সৎ " অবস্থা বলা হয় ।

[শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ--> যম (অহিংসা + সত্য + অস্তয়ে + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ) + ন্যায় (শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈশ্বরপ্রণয়ন) + গুরুসবো + গুরু আদেশে পালন + মা-বাবা সবো + সামাজিক-সাংসারিক প্রতটি দায়িত্ব সৎ পথে থেকে পূর্ন বিবেকের সঙ্গে প্রতাপালন + দশেভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরণ। এই সমস্ত আচরণগুলো পূর্ণ রূপে (নিজের মনো মতন যে কোনো একটা - দুটো পালন করলে নয়) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে ।]

6. সৎসঙ্গ এর ফল কি ?

উত্তর:-

এর আগে আলোচনা হয়েছে যে "সৎসঙ্গ" কোনো উৎসব হতে পারে না , একমাত্র নির্জনে কোনো "সৎ" অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনাতে গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে অন্তরে সঙ্গে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে করাকেই শাস্ত্রে সৎসঙ্গ বলে । যদি এই প্রকৃতভাবে শাস্ত্রানুসারে "সৎসঙ্গ" করা যায় তাহলে অবশই নম্নলিখিত ফল ধীরে ধীরে অবশই যে কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত হবই (কারণ শাস্ত্র বাক্য মথিয়া হবার নয়)

১. জগতের যে কোনো বস্তুর অনতিত্বতার জ্ঞান
২. নিজের শরীরের ও শরীর সম্বন্ধীয় সম্পর্কের অনতিত্বতার জ্ঞান
৩. ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান সম্বন্ধেই প্রকৃত ধারণা
৪. প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান
৫. প্রকৃত সাধনা জ্ঞান
৬. প্রকৃত মানবতার জ্ঞান
৭. মনুষ্য জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান
৮. মোক্ষ সম্বন্ধীয় প্রকৃত পরোক্ষজ্ঞান
৯. কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ
১০. গুরু ভক্তি ও সবো জ্ঞান
১১. জীবসবো ও ঈশ্বর সবো জ্ঞান
১২. বাবা-মা সবো জ্ঞান

১৩. জগৎকল্যাণ ও মানবকল্যাণ এবং দেশভক্তি জ্ঞান
 ১৪. নারী সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞান
 ১৫. বচার ও ববিবে শক্তির বৃদ্ধি
 ১৬. জন্মাতরনি জ্ঞান বৃদ্ধি
 ১৭. ত্রিপিপ জ্বালা মুক্তি জ্ঞান
 ১৮. ত্রিগুন সংযম জ্ঞান
 ১৯. বরৌগ্য জ্ঞান
 - ২০ সাধন তত্ত্ব জ্ঞান
 ২১. ঈশ্বর নরিভরশীল চিত্ত অবস্থা লাভ
 ২২. কিছু সুখ-দুঃখ এ সময় ভাব চিত্ত লাভ
 ২৩. মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ
 ২৪. সৎগুরু মাহাত্ম্য জ্ঞান লাভ
 ২৫. সৎগুরু আর ভন্ড গুরু এর পার্থক্য জ্ঞান লাভ
 ২৬. মাহাত্মা- মহাপুরুষ ৩২ লক্ষণ জ্ঞান এর পর প্রকৃত মহাপুরুষ চনিবার জ্ঞান লাভ
 ২৭. শাস্ত্র ,বধি, প্রকরণ সমন্দধীয় জ্ঞান লাভ
 ২৮. সৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যুর প্রকার কর্ম সংশোধন জ্ঞান লাভ
 ২৯. জন্ম প্রকরণ জ্ঞান লাভ
 ৩০. দবিয়লোক জ্ঞান লাভ
 ৩১. দবিয়গতি জ্ঞান লাভ
 ৩২. পরম মুক্তির পথ সমন্দধীয় পরোকষ জ্ঞান লাভ
- ইত্যাডি আরো বহু প্রকারের স্থায়ীজ্ঞান ও গতি লাভ হয় (মৃত্যুর পর ও যৎ জ্ঞান সঙ্গে থাকে তাকে স্থায়ী বলে)
- তাই যদি প্রকৃতভাবে শাস্ত্রানুসারে "সৎসঙ্গ" করা যাই তাহলে অবশ্যই মহা উন্নত অবস্থা লাভ হবই I